[২০২১] ৭ এস সি আর ৪১৩

ভারতের ইউনিয়ন

বনাম

মনরাজ এন্টারপ্রাইজেস

২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৬৫৯২

[এম. আর. শাহ এবং বি. ভি. নাগরত্না, বিচারপতিদ্বয়]

সুদ: ইন্টারেস্ট পেন্দেনটি লাইট – চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর প্রকরণ ১৬(২) এর বিপরীতে সালিসকারী কর্তৃক সুদের রায় – কাজের চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধের সঠিকতা – সালিসকারী সমগ্র প্রদত্ত পরিমাণের উপর যথাক্রমে ১২% এবং ১৮% হারে বিচারাধীনকালীন সুদ এবং ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করেছেন বায়না টাকা জমা এবং নিরাপত্তা জমা ব্যতীত – হাইকোর্ট কর্তৃক বহাল থাকা আদেশ - আপিলের ক্ষেত্রে, বহাল রাখা হয়েছে: একবার ঠিকাদার সম্মত হন যে তিনি চুক্তির অধীনে প্রদেয় পরিমাণের উপর সুদ পাওয়ার অধিকারী হবেন না, যার মধ্যে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি/চুক্তির প্রকরণ ১৬ (২) এ উল্লিখিত জামানতের উপর সুদ এবং নিরাপত্তা জামানত অন্তর্ভুক্ত, সালিসি কার্যক্রমে সালিসকারীর পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি/চুক্তির শর্তাবলীর বিপরীতে এবং প্রকরণ ১৬ (২) এর বিপরীতে সুদ প্রদানের কোনও ক্ষমতা নেই - "চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় অর্থ" শব্দবন্ধটি "জামানত অর্থ" বা "নিরাপত্তা আমানত"-এর সাথে মিলিয়ে পড়ে দেখা যাবে না – এটি "জামানত অর্থ" এবং "নিরাপত্তা আমানত" থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে পাঠ করতে হবে, কারণ এই তিনটির মধ্যে "এবং" নয়, বরং "অথবা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে - অতএব, একই বর্গভুক্ত ব্যাখ্যার নীতি এখানে প্রযোজ্য নয় – উপরন্তু, সরকার যদি সুদের পুরস্কার পেতেও, তাহলেও তা অনুমোদনযোগ্য হতো না এবং তা বিরধিতার বিষয় হতে পারত – আইনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধের নীতি প্রযোজ্য হতে পারে না - মধ্যস্থকারী চুক্তির অধীনে ঠিকাদারের নিকট প্রদেয় ও পরিশোধযোগ্য অর্থের উপর বিচারাধীনকালীন সুদ এবং ভবিষ্যৎ সুদ প্রদান করে ভুল করেছেন এবং সেই ভুল রায় হাইকোর্ট কর্তৃক ভুলভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে, ফলে উভয় হাইকোর্টের জারিকৃত আদেশ এবং মধ্যস্থ ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত রায় বাতিল করা হলো – সালিশ ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ৩৪, ৩৭

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

আদেশ করেছে : ১.১) চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ১৬ (২) প্রকরন অধীনে মধ্যস্থতাকারী ট্রাইব্যুনাল স্বাধীনভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে এবং/অথবা ন্যায়বিচার করতে পারে যে, মধ্যস্থতাকারী ট্রাইব্যুনাল স্বাধীনভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে ১৬ (২) প্রকরণের অধীনে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তাতে কোনও সারবত্তা নেই এবং তা গ্রহণ করা যাবে না। একবার ঠিকাদার সম্মত হলে যে তিনি চুক্তির অধীনে প্রদেয় পরিমাণের উপর সুদ পাওয়ার অধিকারী হবেন না, যার মধ্যে চুক্তি/চুক্তির ১৬ (২) প্রকরণে উল্লিখিত আন্তরিক অর্থের সুদ এবং সুরক্ষা আমানতের সুদ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, সালিশ কার্যধারায় সালিসকারী পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি/চুক্তির শর্তাবলীর বিপরীতে এবং চুক্তির ১৬ (২) প্রকরণের বিপরীতে সুদ দেওয়ার কোনও ক্ষমতা রাখেন না।

১.২) উত্তরদাতা বলেন যে ১৬ নং প্রকরণটি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে এবং এটি করার পরে, এটি বলা যেতে পারে যে ১৬ নং ধারাটি বিশেষভাবে আন্তরিক অর্থ এবং জামানত আমানতের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি কোনওভাবেই পেন্ডেন্ট লাইট সুদের উপর বাধা বোঝাতে পারে না। এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে ১৬ (১) প্রকরণ টি আন্তরিক অর্থ/জামানত আমানতের ক্ষেত্রে। তবে, প্রকরণ ১৬ (২) বিশেষত আন্তরিকতার উপর প্রদেয় সুদের ক্ষেত্রে অর্থ বা নিরাপত্তা আমানত বা চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণ। ১৬ (২) প্রকরণে ব্যবহৃত শব্দগুলি হল "বা"। অতএব, "চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণ" অভিব্যক্তিটি "আন্তরিক অর্থ আমানত" বা "নিরাপত্তা আমানত"-এর সাথে ইজুসডেম জেনেরিসের নীতি প্রয়োগ করে পড়া যায় না। "চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণ" অভিব্যক্তিটি স্বাধীনভাবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে আন্তরিক অর্থ জমা এবং নিরাপত্তা আমানতের জন্য পড়তে হবে কারণ শব্দটি "বা" এবং নয় "এবং" আন্তরিক অর্থ জমা, নিরাপত্তা আমানত "এবং" চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণের "মধ্যে ব্যবহৃত হয়। অতএব, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ইজুসডেম জেনেরিসের নীতি প্রযোজ্য নয়।

১.৩) জিসিসির প্রকরণ ১৬(২) অনুসারে, সালিসকারী তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় এবং প্রদেয় পরিমাণের উপর সুদ, পেন্ডেন্টে লাইট বা ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতে পারতেন না।

১.৪) এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের পরিপন্থী পরামর্শদাতার ছাড় পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। উপরন্তু, কেবল আবেদনকারী সুদ দাবি করেছেন বলে, এর অর্থ এই নয় যে ঠিকাদার স্বল্প সুদের বকেয়া পাওয়ার অধিকারী হবেন। এমনকি যদি আবেদনকারীকে সুদ দেওয়া হত, তবুও এটি অনুমোদিত ছিল না এবং বিরধিতার বিষয় হতে পারত। সংক্ষেপে, আইনের বিরুদ্ধে কোনও বাধা হতে পারে না।

১.৫) মধ্যস্থতাকারী সংশ্লিষ্ট চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় এবং প্রদেয় অর্থের উপর বকেয়া অর্থ এবং ভবিষ্যতের সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল করেছেন এবং হাইকোর্টও ভুলভাবে তা নিশ্চিত করেছে।

১.৬) ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৭ ধারার অধীনে আপিলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে একটি আবেদনে একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় ও প্রদেয় অর্থের উপর বিচারাধীন অর্থ এবং ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করে সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাতিল করে দেওয়া হয়। জিসিসির ১৬ (২) প্রকরণে অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বারের পরিপ্রেক্ষিতে, ঠিকাদার চুক্তির অধীনে প্রদেয় এবং প্রদেয় অর্থের উপর কোনও সুদ বা ভবিষ্যতের সুদের অধিকারী হবেন না।

ভারতের ইউনিয়ন বনাম এম/এস প্রদীপ বিনোদ কনস্ট্রাকশন কো.দেওয়ানী আপিল নম্বর ২০৯৯ অব ২০০৭, সিদ্ধান্তদান ০৩.০৮.২০১৭ – প্রযোজ্য নয় বলে গণ্য।

ভারতের ইউনিয়ন বনাম ব্রাইট পাওয়ার প্রোজেক্টস (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৫) ৯ এসসিসি ৬৯৫ : [২০১৫] ৬ এসসিআর ৪৮৮; জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড বনাম তেহরি হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ভারত) লিমিটেড (২০১৯) ১৭ এসসিসি ৭৮৬ : [২০১৯] ২ এসসিআর ৪১ – নির্ভর করা হয়েছে।

গর্গ বিল্ডার্স বনাম ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (২০২১) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৮৫৫:২১ (১১) স্কেল ৬৯৩; সচিব, সেচ বিভাগ, উড়িষ্যা রাজ্য বনাম জি. সি. রায় (১৯৯২) ১ এস. সি. সি ৫০৮: [১৯৯১] ৩ সরবরাহ। এস. সি. আর ৪১৭; রাভিচি অ্যান্ড কোম্পানি বনাম ভারতের ইউনিয়ন (২০১৮) ৭ এস. সি. সি ৬৬৪: [২০১৮] ৫ এস. সি. আর ১৩৮; কৈলাশ বনাম নানহকু (২০০৫) ৪ এস. সি. সি ৪৮০: [২০০৫] ৩ এস. সি. আর ২৮৯; কর্ণাটক রাজ্য বনাম শ্রী রামেশ্বর রাইস মিলস (১৯৮৭) ২ এস. সি. সি ১৬০: [১৯৮৭] ২ এস. সি. আর ৩৯৮; অ্যাম্বিকা কনস্ট্রাকশন ভারতের ইউনিয়ন (২০১৭) ১৪ এস. সি. সি ৩২৩ - উল্লিখিত হয়েছে

মামলা প্রসঙ্গ

২০২১ (১১) স্কেল ৬৯৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[১৯৯১] ৩ সম্পূরক. এসসিআর ৪১৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
[২০১৮] ৫ এসসিআর১৩৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
[২০০৫] ৩ এসসিআর ২৮৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
[১৯৮৭] ২ এস সি আর৩৯৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
(২০১৭) ১৪ এসসিসি ৩২৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭
[২০১৫] ৬ এসসিআর ৪৮৮	নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১৯] ২ এসসিআর ৪১	নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ১১

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৬৫৯২।

২০১৮ সালের এফ এ ও (ও এস) নং ৫২-এ নয়াদিল্লির দিল্লি হাইকোর্টের ১২/০৪/২০২১ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আপিলকারীর পক্ষে এম. নটরাজ, এ. এস. জি, বালেন্দু শেখর, শৈলেশ মাদিয়াল, বালাজি শ্রীনিবাসন, বরুণ চুঘ, অমরীশ কুমার।

উত্তরদাতার পক্ষে বিকাশ সিং, প্রবীন আইনজীবী, বরুণ সিং, নিতিন সালুজা, সুশ্রী দীপিকা কালিয়া, কপিশ শেঠ, মৃত্যুঞ্জয় সিং, সাত্বিক মিশ্র, মিসেস প্রিয়াঙ্কা খোসলা, সুশ্রী পারুল শর্মা।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি

১) দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক ১২/০৪/২০২১ তারিখের এফ এ ও (ও এস) নং ৫২/২০১৮ অনুযায়ী প্রদত্ত আপত্তিকর রায় এবং আদেশের প্রতি সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করছি, যেখানে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আপিলকারীর উক্ত আপিল খারিজ করে দিয়েছে এবং বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আদেশকে সমর্থন করেছে, যা একমাত্র সালিসকারীর স্বার্থের রায় বহাল রেখেছে, ভারত ইউনিয়ন বর্তমান আপিলটি গ্রহণ করেছে।

২) আপিলকারী এবং উত্তরদাতার মধ্যে তিনটি কাজের চুক্তির বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে একটি বিরোধ দেখা দেয় এবং উভয় পক্ষই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিশে যায়। বিজ্ঞ একমাত্র সালিসকারী ১৭/০১/২০১১ তারিখের রায় অনুসারে ৭৮,৮১,৫৫৩.০৮ টাকা প্রদান করেন। বিজ্ঞ সালিসকারী বায়না জমা এবং নিরাপত্তা জমা ব্যতীত সমগ্র প্রদত্ত পরিমাণের উপর যথাক্রমে ১২% এবং ১৮% হারে পেন্ডেন্টে লাইট এবং ভবিষ্যত সুদ প্রদান করেন।

২.১) যে ভারত ইউনিয়ন আর্বিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬ (এরপরে "১৯৯৬ আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ধারা ৩৪-এর অধীনে একটি আপিল পছন্দ করে যা দাবি নং ৫-এর উপর প্রদত্ত পুরষ্কারকে চ্যালেঞ্জ করে ১৭.০১.২০১১ তারিখের পুরষ্কারের সাথে সম্পর্কিত প্রাক-মামলা, পেন্ডেন্ট লাইট এবং বকেয়া পরিশোধের উপর প্রদত্ত ভবিষ্যতের সুদ, পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ থেকে।

২.২) হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেন। ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৭ নং ধারার অধীনে এফ. এ. ও (ওএস) নং. -এর মাধ্যমে বিষয়টি ডিভিশন বেঞ্চের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেয় এবং বিচারাধীন সামান্য সুদ এবং বকেয়া বকেয়া পরিশোধের উপর প্রদত্ত ভবিষ্যতের সুদ প্রদানকারী বিজ্ঞ সালিসকারীর রায়কে নিশ্চিত করে। অতএব, বর্তমান আবেদনটি।

৩) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী কে.এম. নটরাজ - ভারত ইউনিয়ন জোরালোভাবে দাখিল করেছেন যে পক্ষগুলির মধ্যে সম্মতি অনুসারে এবং পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি পরিচালনাকারী চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর (সংক্ষেপে, 'জিসিসি') ধারা ১৬(২) অনুসারে, সুদ প্রদানের উপর একটি বাধা ছিল। দাখিল করা হচ্ছে যে পক্ষগুলির মধ্যে সম্মতি অনুসারে এবং ধারা ১৬(২) অনুসারে, চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় জামানত বা নিরাপত্তা আমানতের উপর কোনও সুদ প্রদেয় হবে না।

৩.১) এটি অনুরোধ করা হয়েছে যে, ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৭) (ক) ধারার অধীনেও, পক্ষগুলির মধ্যে অন্যথায় সম্মত না হলে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল অর্থের সম্পূর্ণ বা যে কোনও অংশে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় এমন হারে সুদ দেওয়া হয় এমন পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এটি জমা দেওয়া হয় যে, যদি চুক্তি পরিচালনাকারী "পক্ষগুলির মধ্যে সম্মত" অভিব্যক্তি থাকে যে কোনও সুদ প্রদেয় হবে না, তবে পক্ষগুলি এই ধরনের চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ এবং চুক্তির অধীনে বকেয়া এবং প্রদেয় পরিমাণের উপর কোনও সুদ বা ভবিষ্যতের সুদ দেওয়া হবে না।

৩.২) এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে বর্তমান ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি পরিচালনাকারী জিসিসির ধারা ১৬ (২) নির্দিষ্টভাবে সুদ প্রদানকে নিষিদ্ধ করে, কেবলমাত্র সহজ অর্থ বা জামানত আমানতের উপর নয়, চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় যে কোনও পরিমাণের উপরও। এটি অনুরোধ করা হয় যে যেহেতু পক্ষগুলি চুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সালিসকারী এবং সালিশ প্রক্রিয়া চুক্তির সৃষ্টি হয়, তাই তারা পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে যা বিবেচনা করা হয়েছে তার বাইরে যেতে পারে না।

৩.৩)আরও বলা হয়েছে যে, জি. সি. সি-র ১৬ (২) ধারার প্যারিমেরেরিয়া ধারা বিবেচনা করে বিচারাধীন সামান্য সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে সালিসকারীর ক্ষমতা এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ব্রাইট পাওয়ার প্রকল্প (ভারত) (পি) লিমিটেড, (২০১৫) ৯ এস. সি. সি ৬৯৫-এর ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সুদ প্রদানের জন্য পক্ষ এবং বারের মধ্যে নির্দিষ্ট চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে অর্থ জমা বা সুরক্ষা জমা বা প্রদেয় পরিমাণের ক্ষেত্রেও সুদ প্রদান অনুমোদিত ছিল না।

৩.৪) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে "চুক্তির অধীনে বকেয়া অর্থ" অভিব্যক্তিটি গর্গ বিল্ডার্স বনাম ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড, ২০২১ এসসিসি অনলাইন এসসি ৮৫৫ = ২০২/(আই) স্কেল ৬৯৩-এর ক্ষেত্রে এই আদালত দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে এবং বিবেচনা করা হয়েছে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যদি চুক্তিটি পূর্ব-রেফারেন্স এবং পেন্ডেন্ট লাইট সুদ নিষিদ্ধ করে তবে সালিসকারী উক্ত সময়ের জন্য সুদ প্রদান করতে পারবেন না। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে উপরোক্ত ক্ষেত্রে, ব্যবহার করা অভিব্যক্তিটি নিয়োগকর্তার দ্বারা "ঠিকাদারের যে কোনও অর্থ" ছিল যার মধ্যে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব, যেখানে চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে যা স্পষ্টভাবে সুদ প্রদান নিষিদ্ধ করে, তাহলে সালিসকারীর জন্য বকেয়া সামান্য সুদ মঞ্জুর করার সুযোগ থাকে না ।

৩.৫) শ্রীমান নটরাজ আরও বলেন যে, "চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় অর্থ" অভিব্যক্তিটিকে "আন্তরিক অর্থ জমা" বা "নিরাপত্তা আমানত" হিসাবে ইজুস্‌ডেম জেনেরিসের নীতি প্রয়োগ করে পড়া যায় না। এটি অনুরোধ করা হয় যে, জিসিসির ১৬ (২) ধারায় "বা" শব্দটি ব্যবহার করে এই অভিব্যক্তিগুলি ভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি যা উদ্‌ভূত হতে পারে তা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, এটি জমা দেওয়া হয় যে আন্তরিক অর্থ জমা এবং নিরাপত্তা আমানত এমন পরিমাণ যা ঠিকাদার কর্তৃক প্রদেয়, তবে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণ বা চুক্তির অধীনে প্রদেয় অন্য কোনও পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হতে পারে এবং উভয় পক্ষের দ্বারা প্রদেয় হতে পারে। তাই এটি জমা দেওয়া হয় যে, "ঠিকাদারকে প্রদেয় অর্থ" অভিব্যক্তিটি এই ধরনের অন্যান্য চুক্তির আওতায় নিযুক্ত করা হয়েছে বা করা হয়েছে, এটি প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের পক্ষে জমা দেওয়া ৭৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এটি নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ২০১৯ সালের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণ বা অন্য যে কোনও পরিমাণ সুদ, যদি তা নিয়ে আলোচনা করা হয় তবে তা প্রকাশ কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে না।

৩.৬) উপরোক্ত দাখিলপত্র পেশ করে এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিল মঞ্জুর করার এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ এবং সুদ, পেন্ডেন্টে লাইট এবং ভবিষ্যতের সুদ প্রদানকারী বিজ্ঞ সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাতিল এবং বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৪) বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বিকাশ সিং। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে যদি জিসিসির পুরো ধারা ১৬টি পড়া হয়, তবে এটি স্পষ্ট যে এটি বিশেষভাবে অর্থ এবং জামানত আমানতের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি কোনওভাবেই এমনভাবে পড়া যাবে না যাতে ভারত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দাবি করা বকেয়া সামান্য সুদ বা অন্যান্য পরিমাণের উপর কোনও বাধা বোঝানো যায়।

৪.১) এটি উপস্থাপিত হয়েছে যে, বিজ্ঞ এ. এস. জি দ্বারা উদ্‌ধৃত কোনও রায়ই এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়নি যে, সালিসি আইন, ১৯৪০-এর অধীনে বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় ঘোষণার দ্বারা নির্ধারিত আইনটি ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৭) (ক) ধারার অধীনে বিধিবদ্ধভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

৪.২) এটা উপস্থাপিত হয় যে, এই আদালতের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে সচিব, সেচ বিভাগ, ওড়িশা রাজ্য বনাম জি. সি. রায়, (১৯৯২) ১ এস. সি. সি. ৫০৮-এর ক্ষেত্রে সালিসকারীর ক্ষমতার প্রশ্ন বিবেচনা করার একটি সুযোগ ছিল এবং এটি বলা হয়েছে যে যখন পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি সুদ মঞ্জুর নিষিদ্ধ করে না এবং যেখানে পক্ষ সুদ দাবি করে এবং বিরোধটি সালিসকারীর কাছে পাঠানো হয়েছে, তখন সালিসকারীর সুদ মঞ্জুর করার ক্ষমতা রয়েছে।

৪.৩) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে রবিচি অ্যান্ড কোম্পানি বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (২০১৮) ৭ এস. সি. সি ৬৬৪-এর ক্ষেত্রেও এটি বলা হয়েছে যে সুদের বকেয়া মঞ্জুর করার ক্ষমতা কোনও সালিসকারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত, যিনি সমতা করার ক্ষমতাও প্রয়োগ করেন এবং চুক্তিটি স্পষ্টভাবে সালিসকারীকে সুদের বকেয়া মঞ্জুর করতে বাধা না দিলে সালিসকারীর সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে। এটি অনুরোধ করা হয় যে বর্তমান মামলায়, ধারা ১৬ কোনও সালিসকারীকে সুদের বকেয়া মঞ্জুর করতে বাধা দেয় না। এটি জমা দেওয়া হয় যে সালিসকারী কখনই চুক্তির পক্ষ নন এবং তাই এটি সালিসকারীকে বকেয়া সামান্য সুদ প্রদান করতে বাধা দেয় না। এটি দাবি করা হয় যে, সালিসকারী পক্ষের কাছে জমা হওয়া জামানতের উপর সুদ দাবি করা এবং অর্থের উপর আন্তরিকভাবে দাবি না করা পক্ষগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং সালিসকারী আদালতের কাছে জমা দেওয়া এই সিদ্ধান্তটি ২০০৫-এর বিধি ৮-এর ৪ নম্বর ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এটি সেই একই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে, যেখানে আদালতের পক্ষগুলির উপর সুস্পষ্টভাবে ধার্য করা হয়নি।

৪.৪) এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট সঠিকভাবে ভারতের ইউনিয়ন বনাম এম/এস প্রদীপ বিনোদ কনস্ট্রাকশন কোং, ২০০৭ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২০৯৯-এর উপর নির্ভরতা স্থাপন করেছে এবং আপিলকারীর দ্বারা নির্ভর করা রায়গুলিকে যথাযথভাবে আলাদা করেছে কারণ উক্ত রায়গুলিতে জিসিসির ১৬ (২) ধারার উপর কোনও আলোচনা নেই। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এম/এস প্রদীপ বিনোদ কনস্ট্রাকশন কোং (উপরে উল্লেখিত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত জিসিসির ধারা ১৬ (২) বিবেচনা করেছে এবং আপিলকারীর দ্বারা নির্ভর করা রায়গুলি বিবেচনা করার পরে, যথা, ব্রাইট পাওয়ার প্রকল্প (ভারত) পি লিমিটেড (উপরে উল্লেখিত) এবং অন্যান্য রায়গুলির উপর নির্ভর করে, রায় দিয়েছে যে কোনও সুদ প্রদানযোগ্য নয় এবং সুরক্ষা আমানতের উপর। অতএব, এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, যদি না সালিসকারীর বিরুদ্ধে পেন্ডেন্টে লাইট সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট বাধা থাকে, তাহলে সালিসকারীকে প্রদত্ত পরিমাণের উপর সুদ প্রদান থেকে বিরত রাখা হবে না।

৪.৫) তেহরি হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (উপরে উল্লেখিত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত, যা আপিলকারীর পক্ষে নির্ভরযোগ্য, তা মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ উক্ত মামলার ধারাগুলি ধারা ১৬(২) থেকে বস্তুগতভাবে ভিন্ন ছিল। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে ধারা ৫০ এবং ৫১-এ ঠিকাদারকে প্রাপ্য অর্থের উপর সুদ প্রদান এবং বিরোধের কারণে অর্থের উপর সুদ প্রদানের উপর একটি স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৪.৬) এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, উচ্চ আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী এই সত্যটি স্বীকার করেছেন যে, বর্তমান আবেদনে উত্থাপিত বিষয়টি এম/এস প্রদীপ বিনোদ কনস্ট্রাকশন কোং (উপরে)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের রায়ের আওতায় রয়েছে এবং তাই একবার এটি গ্রহণ করা হয়ে গেলে, তারপর ভারত ইউনিয়নের পক্ষে স্পষ্ট ছাড় দেওয়ার পরে একই বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি নেই।

৪.৭) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান মামলায়, এমনকি আপিলকারীও পাল্টা দাবির মাধ্যমে উত্তরদাতার কাছ থেকে ১৮ শতাংশ হারে সুদ দাবি করেছেন এবং এটি সালিসী ট্রাইব্যুনালের, তারিখের ১৭/০১/২০১১ র রায়ে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আপিলকারীকে এখন বলার অনুমতি দেওয়া যাবে না যে কোনও সুদ বিচারাধীন লট জ্ঞানী সালিসকারী দ্বারা প্রদত্ত হতে দায়বদ্ধ নয়।

৪.৮) উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, এটি বর্তমান আপিল খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৫) উত্তরে, শ্রীমান নটরাজ, জ্ঞাত এ. এস. জি-র দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে, এম/এস প্রদীপ বিনোদ কনস্ট্রাকশন কোং (উপরে উল্লেখিত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত কোনও আইন/আইনি নজির স্থাপন করে না। এটি অনুরোধ করা হয় যে, জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড বনাম তেহরি হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ভারত) লিমিটেড (উপরে উল্লেখিত))-এর ক্ষেত্রে তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের আগে একই কথা বলা হয়েছে।

৬) আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছ থেকে বিস্তারিত পরামর্শ শুনেছি এবং আমাদের সামনে উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি।

৬.১) এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হচ্ছে আদালতটি হল জিসিসি-এর নির্দিষ্ট ধারা ১৬(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে, ঠিকাদার কি জামানত বা নিরাপত্তা আমানত ব্যতীত ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণের উপর কোনও সুদ পেন্ডেন্টে লাইট পাওয়ার অধিকারী?

৬.২) জিসিসি-র ১৬ নং ধারাটি নিম্নরূপঃ

"১৬: সহজ অর্থ ও নিরাপত্তা আমানত-(১) ঠিকাদার কর্তৃক তার দরপত্রের সাথে জমা করা আন্তরিক অর্থ ঠিকাদারের দ্বারা চুক্তির যথাযথ ও বিশ্বস্ত পরিপূর্ণতার জন্য সুরক্ষার অংশ হিসাবে রেলওয়ে ধরে রাখবে। এই সুরক্ষা আমানতটি তৈরি করার জন্য অবশিষ্টাংশ যা চুক্তির মোট মূল্যের ১০ শতাংশ হবে, যদি না অন্যথায় বিশেষ শর্তে নির্দিষ্ট করা থাকে, তবে ঠিকাদার দ্বারা জমা করা যেতে পারে বা সি সরকারী সিকিউরিটিজ আকারে জমা করা যেতে পারে বা ঠিকাদারের "অ্যাকাউন্টে" বিল থেকে শতাংশ ছাড়ের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে তবে শর্ত থাকে যে কোনও খেলাপি ঠিকাদারের ক্ষেত্রে রেলপথ ঠিকাদারকে "অ্যাকাউন্টে বিল" প্রদানের জন্য যে কোনও পরিমাণ জমা রাখতে পারে, যাতে ধরে রাখা পরিমাণ মোট মূল্যের ১০ শতাংশের বেশি না হয়।

(২) চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে আন্তরিক অর্থ বা সুরক্ষা আমানত বা পরিশোধযোগ্য পরিমাণের উপর কোনও সুদ প্রদেয় হবে না, তবে এই ধারার উপ-ধারা (১) এর মেয়াদে জমা হওয়া সরকারী সিকিউরিটিজ তার উপর অর্জিত সুদের সাথে পরিশোধযোগ্য হবে।"

সুতরাং, ধারা ১৬(২) অনুসারে, চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় জামানত বা জামানত বা অর্থের উপর কোনও সুদ প্রদেয় হবে না।

৬.৩) কর্ণাটক রাজ্য বনাম শ্রী রামেশ্বর রাইস মিলস, (১৯৮৭) ২ এসসিসি ১৬০ মামলায় "চুক্তির অধীনে প্রদেয় অর্থ" অভিব্যক্তিটির পরিধি এই আদালত বিবেচনা করেছে। অনুচ্ছেদ ৯-এ, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ ধরা হয়েছে:

"৯) ..... পূর্ণ বেঞ্চ যা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে তা হল, যদিও চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হয়ে যায়, তবুও ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় চুক্তির শর্তাবলীর বাইরে নয়, বরং চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে পড়ে।" এই চুক্তির যে কোনও অংশের অধীনে প্রথম পক্ষের দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষের কাছে যে কোনও পরিমাণ বকেয়া বা প্রদেয় হতে পারে "শব্দগুলি শর্ত লঙ্ঘনের জন্য এইচ রাজ্যের সাথে চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়বদ্ধতার ধারার পূর্ববর্তী অংশের সাথে একত্রে পড়তে হবে।

অতএব, এটা অনুসরণ করে যে... যদিও চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হয়, তবুও চুক্তির অধীনে অর্থাৎ চুক্তির শর্তাবলীর একটির অধীনে শর্ত লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় আরোপ করে প্রদেয় পরিমাণ গঠন করে।। যদি চুক্তিতে উপ-কমিশনারের দ্বারা মূল্যায়নের পরিবর্তে শর্ত লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি লিকুইডেটেড অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, তবে এটি বলা যাবে না যে নির্দিষ্ট ক্ষয়ক্ষতি চুক্তির অধীনে বকেয়া অর্থ হবে না এবং তাই রাজস্ব পুনরুদ্ধার আইনের অধীনে ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধার করা যাবে না। নির্দিষ্ট ক্ষতির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তা একইভাবে মূল্যায়নের পরে পরিমাপ করা ক্ষতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে... "

অতএব, এটি ধার্য করা হয় যে যদিও চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কারণে ক্ষয়ক্ষতি প্রদেয় হয় তবুও তারা চুক্তির অধীনে প্রদেয় পরিমাণ গঠন করে।

৭) গর্গ বিল্ডার্স (উপরে উল্লেখিত) -এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে এই আদালতে বিবেচনার জন্য একটি অভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। উক্ত মামলায়, এই আদালত ১৭ ধারা বিবেচনা করেছে, যা নিম্নরূপঃ

"প্রকরণ ১৭: বিএইচইএল দ্বারা আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট, সিকিউরিটি ডিপোজিট বা ঠিকাদারের বকেয়া কোনও অর্থের উপর কোনও সুদ প্রদেয় হবে না।"

[গাঢ় অক্ষরগুলি আমাদের]

অ্যাম্বিকা কনস্ট্রাকশন বনাম ভারতের ইউনিয়ন , (২০১৭) ১৪ এস. সি. সি ৩২৩ এবং রাভিচি অ্যান্ড কোম্পানি (উপরে উল্লেখিত)-র মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত এবং এই বিষয়ে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করার পরে, এই আদালত ৯ থেকে ১৮ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৯) অন্যদিকে, উত্তরদাতার আইনজীবী শ্রী পল্লয় কুমার বলেন যে, ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৭) (ক) ধারা পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় এবং পক্ষগুলি যখন এর বিপরীতে সম্মত হয় তখন পূর্ব-রেফারেন্স এবং বিচারাধীন সামান্য সুদ প্রদানের জন্য সালিসকারীর ক্ষমতাকে স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করে।তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদি চুক্তিতে এমন একটি নির্দিষ্ট ধারা থাকে যা স্পষ্টভাবে সুদ প্রদানে বাধা দেয়, তাহলে সালিসকারীর জন্য পেন্ডেন্টে লাইট সুদ মঞ্জুর করা উন্মুক্ত নয়।

আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে অ্যাম্বিকা কনস্ট্রাকশন (উপরে উল্লেখিত) তাৎক্ষণিক মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ এটি সালিসি আইন, ১৯৪০-এর অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যেখানে তাত্ক্ষণিক মামলাটি ১৯৯৬ আইনের অধীনে পড়ে। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সুদ আইনের ৩ ধারা আদালতকে কোনও ঋণ বা ক্ষতির পুনরুদ্ধারের কার্যধারায় সুদ দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে বা যে কার্যধারায় কোনও ঋণ বা ইতিমধ্যে প্রদত্ত ক্ষতির ক্ষেত্রে সুদের দাবি করা হয়। তবে, সুদ আইনের ৩ (৩) ধারা একটি ব্যতিক্রম তৈরি করে এবং কোনও ঋণ বা ক্ষতির ফলে উদ্ভূত সুদের অর্থপ্রদান থেকে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পক্ষগুলির অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং চুক্তিগুলিকে পবিত্র করে যা ঋণ বা ক্ষতির কারণে উদ্ভূত সুদের অর্থ প্রদানকে বাধা দেয়। অতএব, চুক্তির প্রকরণ ১৭ ভারতীয় আইনের কোনও বিধান লঙ্ঘন করে না। ১৮৭২ সালের চুক্তি/বরখাস্তের জন্য অগ্রিম যুক্তি পেশ করে।

১০) আমরা বার-এ উভয় পক্ষের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়া বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি। ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে সালিসকারী কর্তৃক বিচারাধীন স্বল্প সুদের প্রদান সম্পর্কিত আইনটি আর সমন্বিত নয়। ১৯৯৬ সালের আইনের বিধানগুলি পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় এবং পক্ষগুলি নিজেরাই বিপরীতভাবে সম্মত হলে পূর্ব-প্রসঙ্গ এবং বিচারাধীন স্বল্প সুদের প্রদান করার জন্য সালিসকারীর ক্ষমতাকে স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করে। ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৩১ (৭) (ক) যা সুদের অর্থ প্রদানের সাথে সম্পর্কিত।

৩১ (৭) (ক) পক্ষগণের দ্বারা অন্যথায় সম্মত না হলে, যেখানে এবং যতদূর পর্যন্ত সালিসী রায় অর্থ প্রদানের জন্য হয়, সালিসী ট্রাইব্যুনাল যে পরিমাণ অর্থের জন্য সুদ দেওয়া হয় তাতে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে সেই পরিমাণ অর্থ সম্পূর্ণ বা অর্থের যে কোনও অংশে, যে তারিখে পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয়েছিল এবং যে তারিখে রায় দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে পুরো বা যে কোনও অংশের জন্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

১১) উপরোক্ত বিধান থেকে এটা স্পষ্ট যে, যদি চুক্তিটি প্রাক-রেফারেন্স এবং বিচারাধীন লঘু সুদ নিষিদ্ধ করে, তবে সালিসকারী উক্ত সময়ের জন্য সুদ প্রদান করতে পারবেন না। বর্তমান ক্ষেত্রে, সুদ ব্যতীত ধারাটি খুব স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। এতে নিয়োগকর্তার দ্বারা "ঠিকাদারের যে কোনও অর্থ" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১২) সাঈদ আহমেদ এবং কোম্পানি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, (২০০৯) ১২ এস. সি. সি ২৬ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে, সালিসকারীর সুদ প্রদানের ক্ষমতা সম্পর্কিত ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৭) (এ) ধারার অধীনে একটি বিধান করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে, যদি চুক্তি সুদ প্রদানকে বাধা দেয়, তবে সালিসকারী রায়ের তারিখ পর্যন্ত পদক্ষেপের তারিখ থেকে সুদ প্রদান করতে পারবেন না।

১৩) শ্রীমান কামাচি আম্মান কনস্ট্রাকশন বনাম বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যাবস্থাপক (ওয়ার্কস), পালঘাট, (২০১০) ৮ এস. সি. সি ৭৬৭ মামলায় এই আদালত বলেছিল যে, যেখানে পক্ষগুলি সম্মত হয়েছিল যে সুদ প্রদেয় হবে না, সেখানে সালিসী ট্রাইব্যুনাল যে তারিখে পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয়েছিল তার তারিখ থেকে পুরষ্কারের তারিখের মধ্যে সুদ প্রদান করতে পারে না।

১৪) ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড বনাম গ্লোব হাই-ফ্যাবস লিমিটেড, (২০১৫) ৫ এস. সি. সি ৭১৮, একটি অভিন্ন মামলা যেখানে এই আদালত নিম্নরূপ স্থির করেছে ঃ

"১৬) বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সুদ নিষিদ্ধ করার ধারাটি খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে" নিয়োগকর্তার দ্বারা ঠিকাদারের প্রাপ্য যে কোনও পরিমাণ "শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের মতে, এই শব্দগুলিকে পূর্ববর্তী শব্দ" আন্তরিক অর্থ "বা" সিকিউরিটি ডিপোজিট "সহ ইজাসডেম জেনেরিস হিসাবে পড়া যায় না।

১৫) শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০১৭) ৯ এস. সি. সি ৬১১-এ, এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে যদি কোনও চুক্তি রায়ের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সুদ প্রদান নিষিদ্ধ করে, তবে সালিসকারী উক্ত সময়ের জন্য সুদ প্রদান করতে পারবেন না।

১৬) অতএব, যদি চুক্তিতে এমন কোনও নির্দিষ্ট ধারা থাকে যা স্পষ্টভাবে সুদ প্রদানকে বাধা দেয়, তবে সালিসকারীর পক্ষে বিচারাধীন সামান্য সুদ মঞ্জুর করার অনুমতি নেই। অ্যাম্বিকা কনস্ট্রাকশনে (উপরে উল্লেখিত) আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যে রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন তার তাত্ক্ষণিক মামলায় কোনও আবেদন নেই কারণ অ্যাম্বিকা কনস্ট্রাকশন সালিস আইন ১৯৪০-এর অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যেখানে তাত্ক্ষণিক মামলাটি ১৯৯৬ আইনের অধীনে পড়ে। এটি শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি (উপরে উল্লেখিত)-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

"১৬) অ্যাম্বিকা কনস্ট্রাকশন বনাম ভারতের ইউনিয়ন , (২০১৭) ১৪ এস. সি. সি ৩২৩ মামলায় এই আদালতের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে চুক্তির অধীনে প্রদেয় পরিমাণের উপর সুদ দেওয়ার জন্য নিছক বাধা হবে না।

অতএব, সালিসকারীকে পেন্ড্যান্ট লাইট সুদ প্রদান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। তবে, অ্যাম্বিকা কনস্ট্রাকশন (উপরে উল্লেখিত) থেকে এটি স্পষ্ট নয় যে এটি সালিস আইন, ১৯৪০ (সংক্ষেপে "১৯৪০ আইন") বা ১৯৯৬ আইনের অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিনা। এটি উড়িষ্যা রাজ্য বনাম জিসি-র সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করেছে। রয়, (১৯৯২) ১ এসসিসি ৫০৮। এই রায়টি ১৯৪০ আইনের প্রসঙ্গে ছিল। ১৯৪০ সালের আইনে, এমন কোনও বিধান ছিল না যা সালিসকারীকে পূর্ব-প্রসঙ্গ, পেন্ড্যান্ট লাইট বা সালিশ পুরস্কার প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ের জন্য সুদ প্রদান করতে নিষেধ করেছিল, যেখানে ১৯৯৬ সালের আইনে একটি নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে যা বলে যে চুক্তিটি যদি পুরোনো সময়ের জন্য সুদের পুরস্কার প্রদান নিষিদ্ধ করে, তবে সালিসকারীকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

১৭) রবিচি অ্যান্ড কোম্পানি (উপরে উল্লেখিত) মামলার যে সিদ্ধান্তের উপর আপিলকারীর আইনজীবী নির্ভর করেছিলেন, তা আবার ১৯৪০ সালের সালিশ আইন এর অধীনে রয়েছে, যার বর্তমান মামলার তথ্যের কোনও প্রয়োগ নেই।

১৮) উপরের বিষয়গুলি বিবেচনা করে, আমরা মনে করি যে, হাইকোর্ট পুরস্কারের পরিমাণের উপর বকেয়া সামান্য সুদ চেয়ে আবেদনকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল।

গর্গ বিল্ডার্স (উপরে উল্লেখিত)-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে অ্যাম্বিকা কনস্ট্রাকশন ((উপরে উল্লেখিত) এবং রবিচি অ্যান্ড কোম্পানি ((উপরে উল্লেখিত)-র ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলির কোনও আবেদন থাকবে না কারণ এগুলি সালিসি আইন, ১৯৪০-এর অধীনে ছিল। এটি বিতর্কিত নয় যে বর্তমান ক্ষেত্রে পক্ষগুলি ১৯৯৬ সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।

৮) ব্রাইট পাওয়ার প্রজেক্টস (ভারত) (পি) লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে জিসিসি-র ১৬ (২) ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারা বিবেচনা করার সময় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, যখন চুক্তির পক্ষগুলি এই বিষয়ে একমত হয় যে চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণের উপর সুদ দেওয়া হবে না, তখন তারা তাদের বোঝাপড়ায় আবদ্ধ থাকে এবং একবার সম্মত হয়ে যায় যে ঠিকাদার চুক্তির অধীনে প্রদত্ত পরিমাণের উপর কোনও সুদ দাবি করবে না, তখন সে দেওয়ানি আদালতে বা সালিসী ট্রাইব্যুনালের সামনে সুদ দাবি করতে পারত না। উপরোক্ত মামলায়, এই আদালত চুক্তির ১৩ (৩) ধারা বিবেচনা করে, যা নিম্নরূপঃ

"১৩.৩) চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় আন্তরিক অর্থ এবং সুরক্ষা আমানত বা পরিমাণের উপর কোনও সুদ প্রদেয় হবে না, তবে এই ধারার উপ-ধারা (১) অনুসারে জমা হওয়া সরকারী সিকিউরিটিজ তার উপর অর্জিত সুদের সাথে পরিশোধযোগ্য হবে।

৮.১) উক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৭) (ক) ধারাটিও বিবেচনা করেছে। এটি সুনির্দিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৭) ধারা, "পক্ষগুলির দ্বারা অন্যথায় সম্মত না হওয়া পর্যন্ত" শব্দগুলি ব্যবহার করে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে সালিসকারী চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ, যতক্ষণ না ব্যবস্থা নেওয়ার তারিখ থেকে পুরষ্কারের তারিখ পর্যন্ত সুদ প্রদান করা হয়। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং রায় দেওয়া হয় যে যেখানে পক্ষগুলি সম্মত হয়েছিল যে কোনও সুদ প্রদেয় হবে না, সালিস ট্রাইব্যুনাল সুদ প্রদান করতে পারে না। সুতরাং, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি উত্তরদাতার পক্ষে জমা দেওয়া উত্তর যে ১৬ (২) প্রকরনের প্রকরণেরঅধীনে বার থাকা সত্ত্বেও, যা ট্রাইব্যুনালের পক্ষগুলির পক্ষে আবদ্ধ, ১৬ ধারা দ্বারা আবদ্ধ, এবং প্রকরন ১৬ দ্বারা আবদ্ধ নয়। সুতরাং, ১৬ ধারা ১৬ এর বিপরীতে, তিনি স্বাধীনভাবে সালিস/স্থগিতাদেশ চুক্তির কোনও পরিমাণ/সুদ প্রদান করতে পারবেন না।

১০) উত্তরদাতার পক্ষ থেকে আরও জমা দেওয়া হল যে ১৬ ধারাটি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে এবং এটি করার পরে, এটি বলা যেতে পারে যে ১৬ ধারাটি বিশেষভাবে বকেয়া অর্থ এবং জামানত আমানতের সাথে সম্পর্কিত, এবং এটি কোনওভাবেই বকেয়া সামান্য সুদের উপর একটি বাধা বোঝাতে পারে না। এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে ১৬ (১) ধারাটি আন্তরিক অর্থ/জামানত আমানতের সাথে সম্পর্কিত। তবে, ১৬ (২) ধারাটি বিশেষভাবে বকেয়া অর্থের উপর প্রদেয় সুদের ক্ষেত্রে বা চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় জামানত বা জামানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৬ (২) ধারায় ব্যবহৃত শব্দগুলি হল "বা"। অতএব, "অভিব্যক্তি" র পরিমাণ এর অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয়।

৩১(৭)(ক) যদি পক্ষগুলোর মধ্যে অন্যথায় সমঝোতা না থাকে, যেখানে এবং যেখানে সালিশিক রায় অর্থ প্রদানের জন্য হয়, সালিশিক প্যানেল রায় প্রদানকৃত অর্থের সঙ্গে সুদ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, এমন হারে যা সে যৌক্তিক মনে করে, সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থের উপর, সম্পূর্ণ বা আংশিক সময়সীমার জন্য, যা কার্যকারণের কারণ সৃষ্টির তারিখ থেকে পুরস্কার প্রদানের তারিখ পর্যন্ত হতে পারে।

১১) উপরোক্ত বিধান থেকে স্পষ্ট যে, যদি চুক্তি রেফারেন্সের পূর্ববর্তী এবং মামলার চলাকালীন সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে, তাহলে সালিশক উক্ত সময়ের জন্য সুদ প্রদান করতে পারেন না। বর্তমান মামলায় সুদ নিষেধাজ্ঞার ধারা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। এতে “কন্ট্রাক্টরের কাছে প্রাপ্য যেকোনো অর্থ” বলে নিয়োগকর্তার ব্যবহৃত শব্দটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সালিশকের দ্বারা প্রদত্ত রায় অর্থকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

অতএব, "চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণ" অভিব্যক্তিটিকে "আয় জমা" বা "নিরাপত্তা আমানত" এর সাথে একত্রে পড়া যাবে না, যদি ইজুসড্যাম জেনেরিস নীতি প্রয়োগ করা হয়।। "চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণ" অভিব্যক্তিটি স্বাধীনভাবে এবং পৃথকভাবে "আন্তরিক অর্থ জমা এবং নিরাপত্তা আমানতের জন্য পড়তে হবে কারণ ব্যবহৃত শব্দটি" বা "এবং" নয় "এবং" আন্তরিক অর্থ জমা "," নিরাপত্তা আমানত "এবং" চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় পরিমাণের মধ্যে "। অতএব, ইজাসডেম জেনেরিসের নীতি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ইজাসডেম জেনেরিসের নীতিতে, এই আদালত তেহরি হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ভারত) লিমিটেডের ক্ষেত্রে ২২ এবং ২৩ অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ধরে রেখেছে।

"২২) ইজুসডেম জেনেরিসের নীতির উপর ভিত্তি করে যুক্তির ক্ষেত্রে, ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে যে বর্তমান মামলায় এটি প্রযোজ্য নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইজুসডেম জেনেরিস হল নির্মাণের নিয়ম। হাইকোর্ট এই যুক্তিটিকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রত্যাখ্যান করেছেঃ [জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস এলডি. ভি. তেহরি হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ভারত) লিমিটেড, ২০১২ এসসিসি অনলাইন ডেল ৬২১৩]

"১৮) ইজাসডেম জেনেরিসের নিয়মটি আমাদের নির্দেশ করে যে, যেখানে দুই বা ততোধিক শব্দ বা বাক্যাংশ যা সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থের জন্য সংবেদনশীল, সেগুলি একসাথে যুক্ত করা হয়, একটি নসিটুর একটি সমাজ, সেগুলিকে তাদের জ্ঞানীয় অর্থে বোঝাতে হবে এবং একে অপরের থেকে রঙ নিতে হবে তবে কেবলমাত্র যদি একটি স্বতন্ত্র গণ বা একটি বিভাগ থাকে। যেখানে এর অভাব থাকে অর্থাৎ, কোনও বিভাগ না থাকলে, নিয়মটি প্রয়োগ করা যাবে না।"

সঠিকভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ইজাসডেম জেনেরিসের নিয়মটি কেবল তখনই প্রয়োগ করা হবে যদি কোনও স্বতন্ত্র গণ বা বিভাগ থাকে, যার তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে অভাব থাকে। এই নিয়মটি প্রযোজ্য হয় যখন কোনও ধারা, বিভাগ বা গণ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট শব্দগুলি সাধারণ শব্দের দ্বারা অনুসরণ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, সাধারণ শব্দগুলি নির্দিষ্ট করা একই ধরণের জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়। সেই অর্থে, এই নিয়মটি "ব্যাখ্যার অন্যান্য নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট এবং সাধারণ শব্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতার পুনর্মিলন করার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে যে কোনও সংবিধির সমস্ত শব্দকে কার্যকর করা হয়, যদি সম্ভব হয়, যে একটি সংবিধিকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং কোনও সংবিধিতে কোনও শব্দই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় না।"[লোকমত নিউজপেপারস (পি) লিমিটেড বনাম শঙ্করপ্রসাদ দেখুন [লোকমত নিউজপেপারস (পি) লিমিটেড বনাম শঙ্করপ্রসাদ, (১৯৯৯) ৬ এসসিসি ২৭৫]।

২৩) প্রকৃতপক্ষে, অনুরূপ ধারাটি ব্যাখ্যা করে, বিএইচইএল বনাম গ্লোব হাই-ফ্যাবস লিমিটেড, (২০১৫) ৫ এসসিসি ৭১৮-এ এই আদালত রায় দিয়েছে যে, ইজাসডেম জেনেরিসের সূত্রটি প্রযোজ্য নয় কারণঃ (বিএইচইএল মামলা [বিএইচইএল বনাম গ্লোব হাই-ফ্যাবস লিমিটেড, (২০১৫) ৫ এসসিসি ৭১৮: (২০১৫) ৩ এসসিসি (সিভ) ২৮৭], এসসিসি পিপি ৭২২-২৩, অনুচ্ছেদ ১২ এবং ১৫-১৬)

"১২) "ইজুসডেম জেনারিস"-এর নিয়মটি যত্ন এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। এটি আইনের একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নয়, তবে এটি কেবলমাত্র তখনই অনুমোদিত অনুমান যা বিপরীত দিকে কোনও ইঙ্গিত না দেয় এবং যেখানে প্রেক্ষাপট এবং আইনের উদ্দেশ্য এবং ক্ষতিকারকতার জন্য সাধারণ অর্থের সাথে সীমাবদ্ধ অর্থ সংযুক্ত করার প্রয়োজন হয় না, সেখানে আদালতের কর্তব্য হয়ে ওঠে যে শব্দগুলিকে তাদের সরল এবং সাধারণ অর্থ দেওয়া উচিত।যেমন লর্ড স্কারম্যান দ্বারা বর্ণিত [কাজী বনাম কাজী, ১৯৮০ এসি ৭৪৪: (১৯৭৯) ৩ ডাব্লুএলআর ৮৩৩ এইচএল] ঃ

'যদি কোনও সংবিধির আইনী উদ্দেশ্য এমন হয় যে একটি সংবিধিবদ্ধ সিরিজকে ইজাসডেম জেনেরিস পড়া উচিত, তবে তা হোক, নিয়মটি সহায়ক। তবে, যদি তা না হয়, তবে নিয়মটি সংবিধির উদ্দেশ্য পূরণের চেয়ে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার অন্যান্য অনেক নিয়মের মতো নিয়মটিও একটি দরকারী কর্মচারী তবে একটি খারাপ মাস্টার।'

সুতরাং ইজাসডেম জেনেরিস নিয়মের ভিত্তিতে একটি সংকীর্ণ নির্মাণকে একটি উদ্দেশ্যমূলক নির্মাণ গ্রহণ করে সংসদের অভিপ্রায়কে কার্যকর করার জন্য একটি বিস্তৃত নির্মাণের পথ দিতে হতে পারে।

১৫)এখানে একটি সতর্কতামূলক শব্দ প্রয়োজন। ইজাসডেম জেনেরিস নিয়ম প্রযোজ্য না হওয়ার অর্থ এই নয় যে "অন্যান্য" শব্দের প্রাথমিকভাবে বিস্তৃত অর্থ সীমাবদ্ধ করা যাবে না যদি ভাষা বা প্রসঙ্গ এবং আইনের নীতি একটি সীমাবদ্ধ নির্মাণের দাবি করে। "এখতিয়ারের ত্রুটি বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্যান্য কারণ" অভিব্যক্তিটিতে যেমন তারা সীমাবদ্ধতা আইনের ১৪ (১) ধারায় ঘটে যেমন "অন্যান্য কারণ" শব্দের সাধারণতা স্পষ্টভাবে "প্রকৃতির মতো" শব্দ দ্বারা কাটা হয়, যদিও ইজাসডেম জেনেরিসের নিয়ম কঠোরভাবে প্রযোজ্য নয় কারণ একটি একক প্রজাতির "এখতিয়ারের ত্রুটি" উল্লেখ একটি গণ গঠন করে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এমন আরেকটি উদাহরণ হল মোটর গাড়ির আইনের ১২৯ ধারা যা এই পক্ষের যে কোনও অফিসারকে ক্ষমতা দেয় বা এই বিভাগে অন্য কোনও ব্যক্তিকে আটক করতে পারে না বা এই বিভাগে "সরকারী/শংসাপত্রের অনুমতি" ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তিকে আটক করতে পারে না।

এই বিভাগে "অন্য ব্যক্তি" শব্দগুলি একক প্রজাতির উল্লেখের জন্য ইজাসডেম জেনেরিসের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না,একক প্রজাতির উল্লেখের জন্য ইজাসডেম জেনেরিসের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন" "পুলিশ আধিকারিক" "একটি গণ গঠন করে না, তবে যানবাহন আটক ও বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতার গুরুত্ব বিবেচনা করে এটি অনুমান করা উপযুক্ত যে" "অন্য ব্যক্তি" "শব্দগুলি সরকারী কর্মকর্তাদের বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। একই বিভাগে" "লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগে বা কার্যধারায় অন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে" শব্দগুলি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আসে যেমনটি তারা সালিসি আইন, ১৯৪০-এর ধারা ৩৪-এ ঘটে। যে প্রসঙ্গে "" অন্য কোনও পদক্ষেপ "" অভিব্যক্তিটি স্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে সালিসি চুক্তির সুবিধা মওকুফ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে একটি পদক্ষেপ বোঝাতে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যদিও ইজাস জেনেরেমিসের নিয়মের মধ্যে একক প্রজাতির উল্লেখ নেই। একটি লিখিত বিবৃতি গঠন করে। "

১৬) বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সুদ ব্যতীত ধারাটি খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে "নিয়োগকর্তার দ্বারা ঠিকাদারের প্রাপ্য যে কোনও পরিমাণ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের মতে, এই শব্দগুলিকে পূর্ববর্তী শব্দগুলির সাথে "আন্তরিক " হিসাবে পড়া যায় না।

১১) পরবর্তীকালে, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত সম্মানিত আইনজীবী এই আদালতের প্রদীপ বিনোদ কনস্ট্রাকশন কোং (উল্লিখিত) মামলার রায়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে নির্ভর করেছেন। তবে, উক্ত রায় প্রযোজ্য নয়, কারণ সেটি একটি দুই বিচারপতির বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং এর বিপরীত মতামত এই আদালত প্রদান করেছে ব্রাইট পাওয়ার প্রজেক্টস (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড (উল্লিখিত) মামলায়, যা তিন বিচারপতির বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। এছাড়াও, প্রদীপ বিনোদ কনস্ট্রাকশন কোং (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালত ব্রাইট পাওয়ার প্রজেক্টস (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড মামলার বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তটি বিবেচনায় নেয়নি, যদিও সেটি একটি তিন বিচারপতির বেঞ্চের রায়। এমনকি অন্যভাবে দেখলেও, এই রায়টি এই আদালতের টেহরি হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ভারত) লিমিটেড ((উপরে উল্লিখিত) মামলার পূর্ববর্তী, এবং উক্ত পরবর্তী রায়টিও একটি তিন বিচারপতির বেঞ্চ কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রদীপ বিনোদ কনস্ট্রাকশন কোং ((উপরে উল্লিখিত) মামলায়, যদিও ধারা ১৬(২)-তে "অথবা চুক্তির অধীনে ঠিকাদারের নিকট পরিশোধযোগ্য অর্থ" শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, এই আদালত কেবলমাত্র আর্নেস্ট মানি এবং সিকিউরিটি ডিপোজিট-এর উপর সুদ প্রদান না করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে। যেকোনো অবস্থাতেই, উপরে উল্লেখিত এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ এবং চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী (জিসিসি)-এর ধারা ১৬(২)-এর আলোকে, বর্তমান ক্ষেত্রে সালিশক চুক্তির অধীনে ঠিকাদারের নিকট পরিশোধযোগ্য অর্থের উপর মামলাজারিকালীন সুদ (পেনডেন্তে লাইট) বা ভবিষ্যৎ সুদ প্রদান করতে পারতেন না।

১২) প্রত্যর্থীর পক্ষ থেকে শেষ বক্তব্যটি হল যে, যেহেতু এখানে উচ্চ আদালতে আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী স্বীকার করেছেন যে, পিটিশনে উত্থাপিত বিষয়টি মেসার্স প্রদীপ বিনোদ কনস্ট্রাকশন কোং (সুপ্রা)-এর এই আদালতের রায়ের আওতায় রয়েছে এবং এমনকি আপিলকারীও প্রত্যর্থী-ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ১৮ শতাংশ সুদ দাবি করেছেন, তাই আবেদনকারীর পক্ষে এই আদালতের সামনে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উন্মুক্ত নয়, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের পরিপন্থী কোনও আইনজীবী যদি ছাড় দেয় তবে তা পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। উপরন্তু, কেবল আবেদনকারী সুদ দাবি করেছেন বলে এর অর্থ এই নয় যে ঠিকাদারও সুদ নিষ্পত্তির অধিকারী হবেন, এমনকি যদি কোনও আইনি বিষয়ের বিরুদ্ধে স্বল্পকালীন বিরধিতাও দেওয়া হত।

১৩) উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে, সংশ্লিষ্ট চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় এবং প্রদেয় অর্থের উপর বিচারাধীন অর্থ এবং ভবিষ্যতের সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সালিসকারী ভুল করেছেন এবং হাইকোর্ট দ্বারা এটি ভুলভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৪) তদনুসারে, বর্তমান আবেদনটি সফল হয়। ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৭ ধারার অধীনে আপিলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে একটি আবেদনে বিদ্বান একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং চুক্তির অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় ও প্রদেয় অর্থের উপর বকেয়া অর্থ ও ভবিষ্যতের সুদ প্রদানের জন্য বিদ্বান সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় এতদ্বারা বাতিল ও বাতিল করা হয়। এটি বলা হয় যে, জিসিসি-র ১৬ (২) ধারায় অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বারের পরিপ্রেক্ষিতে, ঠিকাদার চুক্তির অধীনে বকেয়া এবং প্রদেয় অর্থের উপর কোনও সুদ বা ভবিষ্যতের সুদের অধিকারী হবেন না।

১৫) সেই অনুযায়ী আপিল অনুমোদিত হল। তবে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

নিধি জৈন

আপিল অনুমোদিত হল ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal